শারদ স্মৃতি

Autumn Memories

২০২৫

Cover illustration by Kuheli Majumdar

Many thanks to the members of Muktangan Bengali Association of Tallahassee, FSU BongoNole, and FSU Bangladeshi Student Association for sharing your Durga Puja memories. শুভ শারদীয়া!

Table of Contents

সভাপতির সম্ভাষণ.....3
আর কিছু নাই.....4
পিছুটান.....5
Ardhanarishwar Lingo.....6
Thakur Dalan - Some Durga Pooja Memories.....7
একমুঠো ফোন.....10
টান.....11
Photo Collection.....12
Dream World.....14
দূরত্ব.....15
The Bengali Hobbit.....18
Mahishasur Mardini.....19
রেসিপি.....20
Childhood Puja Memories.....22
Drawing.....23

সভাপতির সম্ভাষণ

অচেনা এক গন্ধেই শুরু—কে যেন বাতাসে আগাম এসএমএস পাঠায়: “পুজো অন দ্য ওয়ে।” জানলা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া সিলেবাস ছোট করে দেয়, আমি মাথায় প্যান্ডেল-ম্যাপ আঁকি—চা-দোকানে বাঁ, আলো-ফানুসে থামা, তারপর বন্ধুরা ও আমি “কমিটি” হয়ে যাই; কাজ কিছু নেই, তবু ব্যস্ততা ফুল-অন। বাড়িতে মেনু অডিট: “কমপক্ষে ছয়–সাত রকম, তাই তো মা?”—প্রশ্নটা ঢাকের তালের মতো রি-পি-টেড; মা তাকায়, আমি ঢাকনার নিচে ক্রিমিনাল উঁকি দিয়ে গরম মিষ্টিতে হালকা চুরি সেরে ফেলি। নতুন জামা তখন বাক্যের শেষে বিস্ময়চিহ্ন—গোনাগুনির ধার ধারি না, আমার নিজের পছন্দের রংটাই ফাইনাল ভেরডিক্ট; দর্জির চক চললেই মনে হতো কাপড়ে ভবিষ্যৎ লেখা হচ্ছে।

বড়ো হতে হতে কাহিনিতে একটুখানি রোমান্স ঢুকে পড়ল—ভিড়কে আলিবাই করে দু’জনের স্ট্রিট-ফুড, সসের ভেতর গোপন সাহস। ভাসান আমার কাছে বারণ ছিল, তবু ট্রাকের ককপিটে ড্রাইভারের পাশে বসে পাড়ার নাম ঘোষণা, “জয় মা দুর্গা!”—সেই শব্দ এখনও গায়ে এসে লেগে থাকে। এখন আমি মুক্তাঙ্গন বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি—প্যান্ডেল-হপিং বদলে গুগল-শিট হপিং, লাইটিং কনট্র্যাক্ট, মাইক টেস্ট, ভলান্টিয়ার শেডিউল, এবং মাঝেমাঝে বাজেট দেখে হৃদস্পন্দন বাড়ে (ধুনুচি নয়, এক্সেলেই ধোঁয়া ওঠে!)। কিন্তু মঞ্চের ধারে দাঁড়িয়ে যখন প্রথম ঢাক বাজে, কোথা থেকে সেই পুরনো অচেনা গন্ধ এসে পড়ে; মনে হয়—এই তো, আবার ছুটি, আবার মিষ্টি-চুরি, কিন্তু ভিড়ের ভিতর যে ছেলেটা, সে আজও প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে, দু’হাতে মুঠো করে চিৎকার করছে: “জয় মা দুর্গা!”

সৌগত সরকার

আর কিছু নাই

আর কিছু নাই দেওয়ার মতো,
শুধু দু'ফোঁটা চোখের জল

চারদিকের বুকফাটা আর্তনাদ আঘাত করে এই বুকে,
হতাশা, আফসোস, প্রতিহিংসাবিহীন শুন্য এক মন
থাকে না কোনো শব্দ মুখে

শুধু গাল বেয়ে নামে দু'ফোঁটা চোখের জল
রাজনীতিবিদ নয়, ধর্মগুরু বা সমাজসংস্কারক নয়
এক সাধারন মানুষ, যে শুধু বাঁচতে চায়,
কারো ও ক্ষতি না করে

আজ আছে তার শুধু দু'ফোঁটা চোখের জল
তাই যেন থাকে মা গো
শুধু চোখের জল

তোমার সৃষ্টির অপমান, অবমাননা, ধ্বংস
তোমাকে কি করে দুঃখী!
তুমি তো আনন্দময়ী মা!
আর মানুষ দুঃখ পায় তার কর্মফলে
এমন কথা জ্ঞানী বলে

চাই না কোনও সান্ত্বনা
আর - আসুক নেমে কর্মফল
একটাই আজ প্রার্থনা মা'গো, শুধু কেড়ে নিও না এই দু'ফোঁটা চোখের জল

ঝুনু চ্যাটার্জী

পিছুটান

আমি জীবনের প্রথম দশ বছর প্রায় পুরোটাই কাটিয়েছি আমার দাদু-ঠাম্মার তত্ত্বাবধানে। দাদু আমাকে দুপুরবেলা স্কুলবাস থেকে নামিয়ে আনত, আর অপলক দৃষ্টিতে টিভি দেখাকালীন ঠাম্মা ঠেসেঠুসে ভাত-ডাল-আলু সেদ্ধ খাইয়ে দিত। তারপর খাওয়ার পর্ব মিটলে মিঠেল রোদে পিঠ এলিয়ে ঠাম্মা রোজ একটা বই নিয়ে বসত -- কখনো ম্যাগাজিন, কখনো উপন্যাস, আবার কখনো বা শক্তি চাটুজ্জের কাব্যগ্রন্থ। আমি তখন বড়জোর অ-আ-ক-খ চিনতে শিখেছি, কিন্তু ঠাম্মার পিঠে বসে, রোদ পোহাতে পোহাতে, অচেনা অক্ষরে হাত বুলিয়ে বিজ্ঞের মত প্রশ্ন করতাম, "এইটা কি বলো দেখি?" এইভাবেই কলকাতার অলস দুপুরে আমার দায়সারা বর্ণপরিচয় -- সেই থেকে একে একে ফেলুদা, গল্পগুচ্ছ, প্রথম আলো, শবনম, নীরা। বইমেলার উপচে পড়া ভিড়ে স্টলের কোণে বসে গোগ্রাসে পদি পিসির বর্মী বাক্স; টিফিন ব্রেকে, ক্যারাটে ক্লাসে লুকিয়ে লুকিয়ে মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, প্রফেসর শঙ্কু, শজারুর কাঁটা। ঠাম্মা থাকাকালীন দুজনে মিলে আমাদের বারান্দায় একটা লাইব্রেরি খুলেছিলাম। বই পড়তে হলে বড়দের মাসিক ভাড়া লাগত আট আনা, ছোটদের চার। প্রত্যেক রবিবার ঘটা করে লাইব্রেরি খুলে বসতাম, মাছি তাড়াতাম, কাল্পনিক পাঠকদের নাম লিখতাম শূন্য ক্যাটালগে। পুজো এলেই প্রতি বছর আমার বিশেষ করে ঠাম্মার কথা মনে পড়ে -- আমাদের সেই হারানো বন্ধুবেলা, ছুটি পড়লেই লাইব্রেরিতে তালা, আর সর্বোপরি, বহু অপেক্ষার পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা!

প্রবাসে পুজোয় আনন্দের অভাব নেই; উপরন্তু এখানে সারা বছর না চাইতেই শরতের ঝকঝকে আকাশ, সঙ্গে পেঁজা তুলোর মতো ফুরফুরে মেঘ! আমি ভাবি, যদি কোনোদিন রাত জেগে আনন্দমেলা না পড়তাম, পাড়ার নাটকে লাইন ভুলে স্বরচিত "রবীন্দ্রনাথ" পাঠ না করতাম, স্কুল থেকে ফিরে কোনোমতে ব্যাগ ঝেড়ে ফেলে নাচের মহড়ায় না ছুটতাম, বা নতুন জামা কিনতে গড়িয়াহাট-নিউ মার্কেট চষে না বেড়াতাম, তাহলে হয়তো সহজে মেনে নিতে পারতাম পুজো এমনই হয়। শত হুল্লোড়ের মাঝে মনে হতো না -- আহা, আজ আমার কলকাতায় অলিতে-গলিতে জমজমাট উদ্দীপনা; আজ আমার কলকাতা পুজোর সাজে সুন্দরী! কাল প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মূর্তি বসবে, দর্শনার্থীদের ভিড়ে গাড়ির চাকা থমকে যাবে, সুরুচি সংঘের ফুচকাওয়ালা আর ঝালমুড়িওয়ালার রেষারেষি উঠবে তুঙ্গে !

বয়স বাড়ার সাথে সাথে আজকাল স্মৃতির ঝাঁপি খুলতে গেলে চোখও ঝাপসা হয়ে আসে। এই যেমন লিখতে বসে মনে পড়ছে, একবার স্কুলে পড়াকালীন মহালয়ার দিন বাবার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও লুকিয়ে একটা কুকুরছানা নিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। দেবীপক্ষে জন্ম, তাই আদর করে দাদু তার নাম রেখেছিল "গৌরী।" আমার দাদু ছিল বেজায় রসিক মানুষ, নামকরণে পটু ! বহু বছর ধরে বানানো সাধের বাড়ির নাম রেখেছিল "অম্লমধুর," দুরন্ত ঘূর্ণির মত পোষা বিড়ালের নাম "তুবড়ি।" কালো কুকুরের নাম "কৃষ্ণকলি।" খেতে বসে মজার ছলে রোজ মাকে জিজ্ঞাসা করত, "ডালিয়া, মধ্যমণি আছে নাকি?" মধ্যমণি, অর্থাৎ ডাল -- পাতে ডাল না পড়লে খাস বাঙালির আশ মেটেনা যে! এখানেই শেষ না -- দাদু "টাটা-বাই বাই"-এ বিশ্বাস করত না। কাউকে বিদায় জানানোর সময় নাটকীয় ভঙ্গিতে হেসে বলত, "জানি, দেখা হবে।" আর

আমার জন্য তাঁর ছিল শয়ে শয়ে ডাকনাম -- শেষের দিকে সব ভুলে গেলেও "সোনাদিদি" নামটা ভোলেনি!

এই পুজোয় দাদু চলে যাওয়ার চার বছর পূর্ণ হবে। সময় ঠিকই কেটে যায়, জীবনও নিজের গতিতে এগিয়ে চলে; তবু লেখার কলম ধরলেই কিভাবে যেন একঝাঁক স্মৃতি এসে ছেঁকে ধরে। ভাবি, দাদু-ঠাম্মা যেখানেই থাকুক, নির্ঘাত মাতিয়ে রেখেছে! ইশ, যদি কোনোভাবে একবার কয়েক বছর পিছিয়ে যেতে পারতাম, ঠিক মনে করে দুজনের গলা জড়িয়ে বলতাম, "জানি, দেখা হবে!"

শ্রিয়া চক্রবর্তী

Ardhanarishwar Lingo

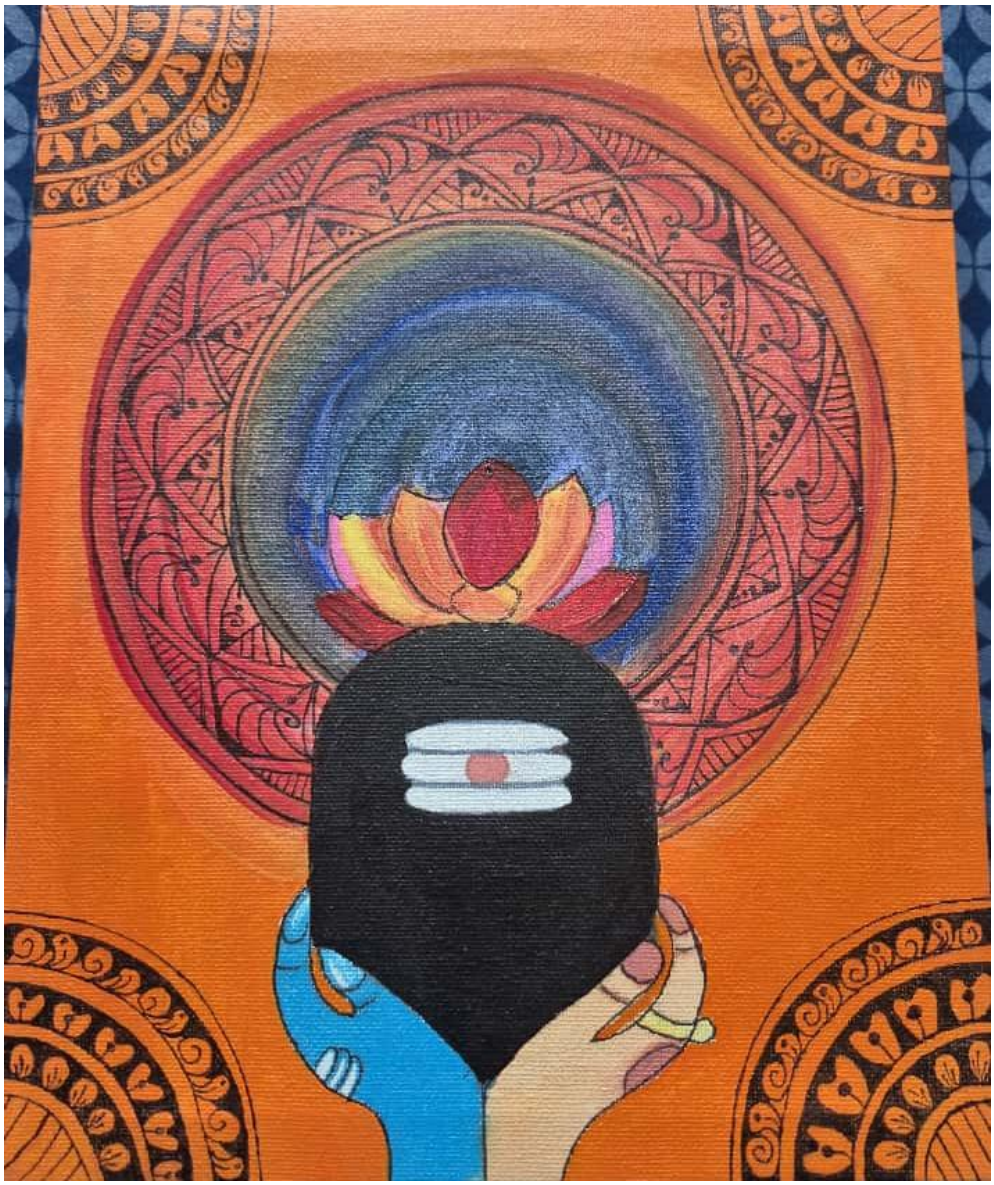

Dorothi Paul

Thakur Dalan – Some Durga Poojo Memories

As the chasm of time widens and days and events of my youth start dimming away into the shadows, some memories remain bold, vibrant, and vivid. One of these very pleasant memories is about Durga Poojo in my grandmother's ancestral home in Calcutta.

I write these lines as another Durga Poojo approaches us here in Florida, and I go back in time to the languid pre-poojo afternoons and evenings of slow walks with my friend, Joydeep, along the teeming sidewalks of Calcutta's Harrison Road, College Street, and the occasional pause at Punthi Ram as we looked at each other to see if one of us had some money for a Radhabalabi. Often, we did not. Soon we reach Bowbazar Street and arrive at the narrow by-lanes of Hidaram Banerjee Lane. My stop is at a dilapidated mansion (#3, Hidaram Banerjee Lane); a huge building that we have called Thakur Dalan since childhood.

A deceptively small doorway, followed by a narrow alley leads to a spacious courtyard or (by Calcutta standards) Dalan, and since it is the abode of multiple gods and goddesses, it is affectionately known as Thakur Dalan. I had reached out to my cousin in Calcutta, and she shared its storied history with me, like many of these older homes mostly in central and north Calcutta each home has its own unique history of celebrating Durga Poojo and in many instances, it goes back several generations. Thakur Dalan is where generations of my grandmother's zamindar family have been celebrating Durga Poojo. I learned that Ma Karunamoyee or Durga Ma is being worshipped here for around 200 years and my cousins who organize the poojo belong to the fifth generation of this family. Along with Durga Ma, deities of Sri Krishna, Radha, Ma Annapurna, and 3 Shiv lingas adorn this Dalan.

While digging into its history, I learned that the Poojo in this Dalan was started by Jhee Ma, who was the wife of the erstwhile Dewan of Bengal during the British period and there are stories about her having a vision to start this poojo.

While I have been privileged to visit Calcutta very frequently over the last 30+ years that I have been away, the last time that I attended Durga Poojo was in 2007 and we were fortunate to visit Thakur Dalan – here are some pictures from that visit.

Over the years, Thakur Dalan has seen a lot of renovation and repairs but the passage of time and weathering shows, and the overall façade wears a tired and weary look. Its walls belie the grandeur that it once had and these floors that have borne the footfalls of many of my ancestors now show the visage of time. Yet, like Calcutta itself, Thakur Dalan is impervious to these imperfections, and year after year it joyfully welcomes my extended family and cousins as many of them join Durga Poojo celebrations over 4 days.

I continue rummaging through my memories and the years melt away as I am once again surrounded by the love of my many aunts (Pishima, Mojima, Jethima, and a host of other pishi's) and uncles, the gentle banter of my cousins as I recall the Arati we would all gather together to offer, I see my mother who had lived most of her life away from Calcutta now following all the traditions of our ancestral family, her lal-paar saree with its folds drawn over her head in the style of most 50+ Bengali women of the time, my father in his usual white shirt with his sleeves rolled over, and his dhoti worn in his inimitable style and my dad's brother, Kaka towering over the rest of us with his impeccable starched dhoti and Panjabi. Soon the dhakis arrive and some of my more adventurous cousins exult in the dhunuchi dance and then it is time for what I usually wait for – bhog paribeshan (prasad distribution)!

Bor dada, Nilee, I along with a host of other cousins walk over to the kitchen with an intensity and seriousness that belies the occasion for we are the masters of distributing limited khichuri to the countless people who all seem to know what time prasad will be served. We see the jostling as our younger boudis and kakima's urge their kids to join the first batch where the quantity is assured, and they all look at us to make eye contact to make sure they get best servings. Usually Khichuri starts dwindling by the third batch so we are asked to be extra careful – and it is in this batch my paribesan skills are on full flow as my hatha strikes the steel balti I make sure that just enough to cover the spoon is distributed to each person – some older uncles who had been waiting till the last batch are not happy and call on Kaka (usually he is in charge of distribution) and he calls us aside and asks us to make sure all guests and seniors are fed properly. We have our usual argument that the gentleman in question already had three servings and he should be more concerned about the rest who are still waiting for prasad.

Though our family moved away from Bowbazar to south Calcutta, my association with Thakur Dalan continued as long as I was in Calcutta. After our marriage, Jhunu and I would still visit Thakur dalan during Poojo days and though I was no longer involved in Paribesan as a younger slew of cousins took over, I could still see the same traditions being followed by the next generation. Jhunu enjoyed the elaborate rituals and traditions of Thakur dalan and the opportunity to engage with our extended family.

I also recall one incident from Bijoy Dashami that I would like to share – on this day, we would offer our pronams to our elders by touching their feet and on one such occasion my dad looked around wistfully and said now I do not see anyone that I can offer my pronams to. I glanced at the length of the dalan and realized that Baba was the oldest, and all the people in Thakur Dalan were offering their pronams to him as he stood quietly.

Like many probashi Bengalis of the 70's, who grew up in small cantonments, my knowledge of Durga Poojo traditions was limited as our
schools would be open during that time and Ma would make us offer Pushpanjali hurriedly before we left for school in the morning. In the evenings we would wear our new 'Poojor Jama' (Puja clothes) and go over to the local Bengali association event and enjoy evening Arati and the occasional cultural programs.
Later when we moved to Calcutta permanently, I started to enjoy and absorb the essence of those four days of festivities and especially the carefree and joyful days at Thakur Dalan. I learned to appreciate my extended family even though there were some cousins who we just meet once a year during a special Pooja day. I saw how my parents participated actively in everything and the 30+ years that they had spent away from Calcutta did not seem to matter as they once again enjoyed the company of their own brothers, sisters, and cousins. I remember how Kaka and I would go to Bowbazar early in the morning to buy Poojo related stuff and his refusal to have a cup of tea as it was poojo money! I saw how my uncles who managed the event tried to make sure that everyone was engaged and had a wonderful time. It appears as if the massive walls of Thakur Dalan embraced all who came into its fold and for those four days we were all one!

Today, as I write, I smile at these memories that come tumbling down – my mind longing to see all of them once again but they are no more perhaps looking down at me and smiling as I recall those joyous days. I also take a moment to reflect like we all do every year, what does Durga Poojo mean for each one of us – I believe it means different things to each one of us, and perhaps its meaning also evolves with the passage of time.

Durga Poojo each year affirms the messiness and vibrancy of life. As Ma Durga leads us through life's twists and turns, she returns annually, and we collectively bow to her as she weaves her magic. For a few days, we set aside bitterness, reconnect with friends and family, and create memories that we cherish long after the festival ends—until it is time for another Poojo. This celebration reflects the impermanence of all we see and cherish, reminding us to live in the moment. Ultimately, it is the memories of these fleeting moments that endure and shape our lasting experiences.

Somnath Chatterjee

একমুঠো ফোন

আসন্ন দুর্গাপূজাতে তোমার ভূমিকা জানি
সর্বদা নিয়ম মানি, তোমা মাঝে কেবলই স্থান করিতেছি খালি
স্মৃতিরে রাখিব ধরি, অজস্র ছবি তুলি.
রাখি সব তোমা মাঝে, পরে অসংখ্য কাজের মাঝে
আনন্দে কাটিবে দিন, করি সেই স্মৃতি রোমন্থন
ভাবি শিহরিত, পুলকিত আজ প্রাণ মন

শুধু কভু যেন তোমারে না ভুলি
কভু হাতে, কভু ব্যাগে, কভু কোনও ভুলবশে
হেথাহোথা রাখি
স্বজনের তিরস্কার, আরও কত উপদেশ
তবু কিছু গায়ে নাহি মাখি
যে মন দিয়াছি আজ তোমা মাঝে
ভুলি আরও কত কাজ
কেমনে লহিব তাহা ফিরে ?
তাই সদা কাছে থেকো মম
এই প্রার্থনা নতশিরে.

কভু মোর পাশ হতে হারায়ে যেও না তুমি
কথা দিই আজ তাই,
আপ্রাণ চেষ্টা করি সযতনে রাখিব তোমায় আমি

মা আছেন সচেতনে, মা আছেন অচেতনে
তাই তোমা মাঝে মা কে হেরি বিধাতার বরে
তুমি তাই থাকো পাশে - অরণ্যে, উৎসবে
তোমার মহিমা সদা গাহে অগণিত ভক্তসবে

ঝুনু চ্যাটার্জী

টান

খিড়কি দুয়োর খুলে সেই ছুটছি কবে থেকে?
পেরিয়ে গিয়ে বামন-ডাঙা, পোটো-পাড়া, ভাঙা মন্দির
আর কুল গাছটা;
যেইনা পড়লাম 'চাঁদের পাহাড়', স্বপ্নে এল শঙ্কর —
অমনি দিলাম কানামাছি, রইল পড়ে কাশের বন আর
আমার কবিতার খাতা।

সেই যে গেলাম, শুনি আজো বীরেন বাবুর দুর্গাস্তোত্র,
চোখে ভাসে শিশির-ভেজা শিউলি ফুল, খালের পারে
বটের ঝুরি;
তবু ওরা আজও আছে, ঘুমে আমার নিত্য আসে—
সাথে নিয়ে খৈ এর মুড়কি, তিলের নাড়ু, রঙিন
যত নাটাই-ঘুড়ি।

ভালই ছিল একচালা টিনের ঘর, মায়ের আটপৌরে শাড়ী,
রাত্তিরেতে শুনতে পেতুম গাজীর গীত আর
মহীরাবণ বধ;
যেথায় রোজ কথা হত ফিঙে আর নীলকণ্ঠ পাখির সাথে,
যেথা ঘাসফড়িং-প্রজাপতির দু:খ ভুলাত
রুপোলি চাঁদ।

তাই আজকাল মাটি আমাকে ভীষণ টানে— সোঁদা মাটি
আর চিরচেনা কিছু মুখ— আবজাল, প্রশান্ত,
সুচরিতা, ইলিয়াস;
এখন আমার স্বপ্নে আসে— না লিখতে পারা কবিতার ছত্র,
হাজিনতলার মাঠ, আর যত্নে পুঁতে রাখা
চালতা গাছ।

রাজেশ দাস

Photo Collection

ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে..

দর্পণ বিসর্জন: দশমীতে আয়নায় মা এর মুখদর্শন

আসছে বছর আবার এসো, মা

থাকবে মা আর কতক্ষণ?

তানিয়া সরকার

শক্তিদায়িনী দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ

কী ঠাকুর দেখলাম চাচা! কী দুগ্গী দেখলাম চাচী!

হেরো গিরিরানী, তোমার নন্দিনী, রাজরানী বেশে আসিছে

তানিয়া সরকার

Dream World

Hello! Do you want to go to my dream world? I think you all want to. Come with me to my adventure world. Today I went to the camp with my family, and when I hit the hay, I came to my dream world.

There I saw a treasure map in my mailbox. It made me curious which led me to follow the map. When I reached the place, I was confused, because it was on the ground near my porch and there was nothing. After seeing the map more carefully I discovered the note written “Dig the Ground”. I started to dig the ground with my tools until I found a silver treasure box which was about 2 feet long. When I opened it, I was shocked to see it grow bigger into 4 feet.

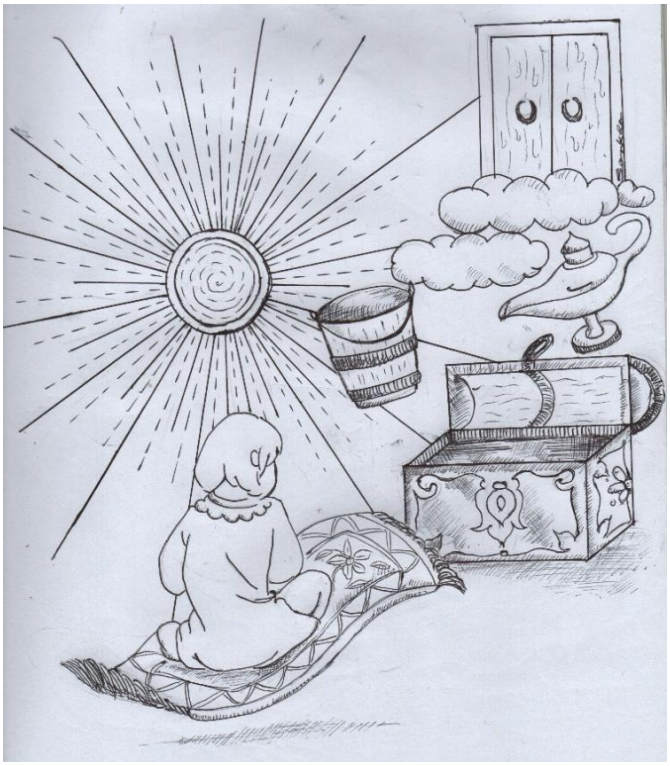

Inside the box I found a big old bucket with an old lamp. But the shocking thing was that when I used the bucket as a trash bin and put scrap paper in it, suddenly it was full of scrap paper. So, I understood that Lamp could also be magical. I dusted off the lamp and put water on top of it. Suddenly a ticket fell from it and landed on my hand, where was written “Say-Magical freedom door, oh! Magical freedom door come in front of me.” And when I said it, a door appeared in front of me. When I opened the door and entered, I saw pink, yellow and orange light sparkling with glowing stars in between. After I crossed the path, I saw the walls turn to an aquarium with beautiful fishes. Then I walked forward and entered an endless empty room.

Suddenly, the ticket in my hand says, “You can ask for anything in this room and it will appear”. I was very happy and asked for a big game machine, my friends and endless free time to play. But after a few hours I was sad and wanted to return to my parents. So, I just shouted out “freedom door, freedom door gets me back to home” and in a fraction of second I opened my eyes on my bed beside my parents. At last, I understood all of this was a dream. That day was kind of odd, so I shared with you all.

Written by Sayuri Paul, age 8
Illustrated by Sankhadip Paul

দূরত্ব

১ম অধ্যায় :

পৃথিবী থেকে প্রায় ২,৩০০ আলোকবর্ষ দূরের এক মহাজাগতিক গ্রহ **পল্টারজিস্ট।** আয়তনে প্রায় পৃথিবীর চারগুন। এখানে কখনো পুরুষ জীবের জন্ম হয়নি। এই গ্রহে, নারীর জীবনীশক্তির সাথে **এটার্নিয়ামের** সংমিশ্রনে নতুন নারী শিশুর জন্ম দেওয়া হয়। এটার্নিয়াম এক বিস্ময়কর পদার্থ, যা পর্যায় সারণির ১৩২ তম স্থান অধিগ্রহণ করে আছে। ক্রমশ ব্যবহারের ফলে, আজ এই গ্রহে এটার্নিয়ামের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। তাই আজ, পল্টারজিস্ট-এর সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্ব এক মহা সংকটের সম্মুখীন।

এই গ্রহেরই এক বাসিন্দা **ইগনারা থাইসারা।** আজ তাকে আদালতে শেষবারের মতো হাজিরা দিতে হবে।

বিচারক : এতদিন যারা গ্রহের মঙ্গল কার্যে পল্টারজিস্ট-এর বাইরে নিয়োজিত হয়েছে, তারা সকলেই যথা সময়ে কার্য সম্পন্ন করে ফিরে এসেছে। এত বিলম্ব কেউ কখনো করেনি। তুমি কি তোমার কন্যা **ভেথ থাইসারাকে** দোষী সাব্যস্ত করো?

ইগনারা : ধর্মাবতার, আমার কন্যাকে প্রদান করা কার্যটি অত্যন্ত জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। আমি আপনার কাছে পুনর্বিবেচনার অনুরোধ রাখতে চাই।

বিচারক: তোমার কন্যা সমগ্র গ্রহবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এর শাস্তি তোমাদের দুজনকেই পেতে হবে। আমি তোমার কারাদণ্ডের আদেশ দিলাম। অবিলম্বে ইগনারা থাইসারাকে কারারুদ্ধ করা হোক।

ইগনারা: আমি নিশ্চিত, আমার কন্যা তার কার্য্ সম্পন্ন করেই পল্টারজিস্ট-এ ফিরে আসবে। সে বিশ্বাসঘাতক নয়।

বিচারক : আমিও অন্তর থেকে সেটাই চাই। কারণ তাতে সকলেরই মঙ্গল হবে। তোমার জীবনীশক্তি এবং এটার্নিয়ামের সংমিশ্রনে ভেথ-এর জন্ম। তাই একমাত্র তুমিই পারবে ভেথ-এর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে। তাকে বোঝাও, সে যেন পল্টারজিস্ট-এ ফিরে আসে।

২য় অধ্যায় :

সৌরভের মনটা একদমই ভালো নেই আজ। কেন জানি না তার মনে হচ্ছে, বিগত কয়েকদিন ধরে তিতলি তাকে কৌশলে এড়িয়ে চলছে। এইরকম ছোটোখাটো মন কষাকষি আগেও হয়েছে, তিতলি এইরকমতো কখনো করেনি। আগে যখনি তাদের মধ্যে বাকবিতন্ডা হতো, তারা দুজনেই এক অলিখিত নিয়ম অনুসরণ করত। ঠিক কলেজ শেষ হওয়ার পরে, দুজনেই কফি হাউস-এর রাস্তার দিকের দক্ষিণ-পূর্ব কোনার টেবিলটাতে এসে বসত। প্রথম দেখাতেই তিতলি তার সমস্ত রাগ উগরে দিত। আর সৌরভ! সে হারিয়ে যেত তিতলির টানটান চোখের ঘন কালো দুই তারার মধ্যে। মুখে সে কিছুই বলতে পারত না। এক লহমায় যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

আজ নিয়ে তিন দিন, সৌরভ কফি হাউস-এর চক্কর লাগাচ্ছে। সে অগণিত সিগারেট সহযোগে কফি পান করেছে। কিন্তু, এইবারে তার মন শান্ত করতে কেউই আসেনি। তাই, আজ সে তিতলির লেডিস হোস্টেলের সামনে অপেক্ষা করছে। সে শুধু একবার তিতলির দেখা পেতে চায়।

সৌরভ : আমি তোমার বেশি সময় নষ্ট করব না। আমি জানি না কথা গুলো কিভাবে তোমায় বলব। ..... মানে .... মানে। আমি তোমাকে সত্যি খুব ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া আমার জীবনের সব কিছুই অর্থহীন।

কথাগুলো শোনার পরে, তিতলি বেশ বিরক্তির স্বরে বলে উঠল।

তিতলি : এই শোনো, বাড়ি থেকে আমার বিয়ে ঠিক করে দিয়েছে। পাত্র আমেরিকাতে থাকে, তাই আমিও আমার সম্মতি দিয়ে দিয়েছি। আর তোমার ওই ভালোবাসা দিয়ে আমার খাবার জুটবে না।

সৌরভ কখনোই তিতলির কথার প্রতিবাদ করেনি। আজো আজও সে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না। তিতলির টানটান চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে আজ তার খুব অচেনা ঠেকল। বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন খুব ভারী হয়ে গেল। এতদিন ধরে তাদের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা কি সব মিথ্যে? তার শুধু মনে হল পৃথিবীর সকল নারীই বিশ্বাসঘাতক।

<u>৩য় অধ্যায় :</u>

বন্দি অবস্থায় ইগনারা ধ্যান মগ্ন হল। চেষ্টা করল তার বিনুনি করা কেশকে ঊর্ধ্বমুখী করার। অল্প চেষ্টাতেই সংযোগ স্থাপন হল এবং ভেথ-এর ছবি সামনে ফুটে উঠল।

ইগনারা : তুই কেমন আছিস সোনা? আজ তোকে এত মনমরা দেখাছে কেন?

ভেথ : একি মা! তোমাকে ওরা বন্দি করেছে! এখানে আমার কার্য সম্পন্ন হয়েছে। আমি আজই পল্টারজিস্ট-এর উদ্দেশে রহনা হব। তুমি আর চিন্তা করো না।

ইগনারা : তোর মুখে পৃথিবীর গল্প শুনে মনে হয়েছে, পুরুষরা জীব হিসাবে খুবই ভালো। সৌরভকেও আমার খুব ভালো লেগেছে। তুই ওর কাছেই থেকে যা।

ভেথ: আমি জানি মা। সৌরভ খুব ভালো পুরুষ। ওর সন্তানকে আমি আমার গর্ভে ধারণ করেছি। এই শিশুর জন্ম যদি পল্টারজিস্ট-এ হয়, সমগ্র গ্রহবাসীর কাছে এক নতুন দিশা খুলে যাবে ভবিষৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করার। মা, আমাদেরকে আর এটার্নিয়ামের উপরে নির্ভরশীল থাকতে হবে না।

ইগনারা : আমি আর পল্টারজিস্ট-এ বেশিদিন বাঁচবো না। তুই সৌরভের কাছেই সবচেয়ে সুখে থাকবি। ওকে ছেড়ে তুই আসিস না।

ভেথ : তুমি একদম চুপ করো। তোমার আর একটাও কথা আমি শুনতে চাই না। .... মা .... মা ....

দুজনেরই আজ মনটা খুব বিষন্ন, তাই হয়তো সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভেথ এতদিন তিতলি রূপে সৌরভের সান্নিধ্যে থেকে, পুরুষ জীবদের বিষয়ে যে তথ্য নথিবদ্ধ করেছে, তা ভবিষ্যতে পল্টারজিস্ট-এ পুরুষ শিশুর জন্ম দিতেও সহায়তা করবে।

এতবড়ো সাফল্য সকলেরই শরীর এবং মনে চরম প্রশান্তি প্রদান করবে। তবুও ভেথ-এর যেন কিছুই ভালো লাগছে না। কারণ সে-ই প্রথম পল্টারজিস্টবাসী, যে অনুভব করেছে নারী ও পুরুষ শুধু দুটি আলাদা জীব নয়। তারা নিজেদের মধ্যে এক জোরালো বন্ধন গড়ে তুলতে পারে। সেই বন্ধন এর নাম ভালোবাসা। আর সেই বন্ধন ছিন্ন করা বড়োই কঠিন।

শঙ্খদীপ পাল

The Bengali Hobbit

The Bengali Hobbit Bengalis have always reminded me of Hobbits from The Lord of the Rings. Generally small, often a little out of shape, and fiercely proud of their way of life, they embody a culture that finds meaning in the ordinary. From their distinct cuisine, and the precise temperature at which it should be consumed, to their pseudo-intellectual debates and sly remarks about not just other communities in India but even about the people living five minutes down the road, Bengalis thrive on opinion and expression.

They adore politics, hold Marx and Tagore in equal reverence, and see the PhD-to-tenure-track journey as a near-sacred calling. They question everything, chase the "why" behind life's details, and remind everyone that they were among the most spirited fighters in India's independence movement
(this is factually correct.) And of course, there is the food. Bengalis love fish so much that my cousin's wedding practically came to a halt due to the delayed arrival of a ceremonial fish.

The meshos (uncles) are particularly formidable. They are endlessly eager to debate, surprisingly knowledgeable about almost any topic, and often comically verbose. I think of one mesho in my own community who cannot simply pour wine. He must narrate its lineage, describing the vineyard, the ownership history, the grape variety, the pressing methods, the packaging design, and, inevitably, detouring into his own travels. By the time he finishes, the glass has gone warm.

The Women of the Community

In broader Indian society, women were historically discouraged from pursuing higher education. Bengal carved out an exception. Families often encouraged daughters to achieve academically, and Bengali women carry a legacy of strong credentials and professional accomplishment.

At the same time, Bengali mothers (mashis) may be the most anxiety-prone group I have ever encountered. They insist on sweaters in 78-degree weather for fear that their children will catch a chill, and they warn that too much protein will surely ruin one's kidneys. Yet they also encourage their sons to be bold, to take risks, and to stand tall. It is a fascinating paradox: caution within the household, courage in the wider world.

My First Taste of Bengali Culture

As the child of Bengali immigrants in the United States, my first true encounter with this culture did not happen on the streets of Kolkata. It unfolded in a community hall at Alumni Village in 2011. I was seven years old, sitting beside my parents during the planning session for our local Durga Puja.

The setting was theatrical. An executive committee presided on stage while a faulty microphone filled the air with static. Around fifty Bengalis packed onto plastic chairs. It felt like a town hall meeting, only noisier. Every few minutes someone would interrupt, correcting, critiquing, or declaring how things "should really be done." Eventually, one exasperated committee member reprimanded the crowd, and for a brief moment the room grew quiet.

But Bengalis are not built for silence. Restlessness soon returned, children squealed, and the air vibrated with unspent energy. What was the point of attending a meeting if you could not have the last word?

Then the president mentioned food. Specifically, the caterer. In an instant the room changed.
Every mesho straightened in his chair, pushing

his glasses up as though preparing to evaluate the menu And then came the magic phrase: patar mangsho from Jacksonville. Goat meat. The audience erupted. There was a standing ovation for meat. Only Bengalis could treat a catering decision with the seriousness of a Nobel Prize.

For context, meat at pujas is a uniquely Bengali practice, baffling to much of India. But in that moment the food united the room. The debates softened, the critiques waned, and harmony returned.

The Bengali Spirit

At our core, Bengalis love to complain. We critique, whine, and argue over minutiae. Yet behind this mask of confrontation lies something disarmingly simple. What we truly crave is a good book, the company of friends, and a big bowl of rice with maach (fish) and mangsho.

We are independent thinkers, analytical, well-read, and progressive in outlook. We are loving, caring, and charitable. Our debates may loop endlessly, but they are rooted in conviction and a stubborn sense of right and wrong. And when the talking is done, when the politics, philosophy, and criticism have quieted, we gather over food and laughter.

That is the Bengali way. And like the Hobbits we so resemble, we know how to live fully, argue endlessly, and celebrate joyfully.

Ananda Chatterjee

Mahishasur Mardini

Sayuri Paul, age 8

রেসিপি

নানান রকম শাক

ভাবছো এতো কিছু থাকতে শেষে কিনা শাকের রেসিপি ! আসলে শাকের সাথে বাঙালিদের সম্পর্ক খুব গভীর. শারদীয়া উৎসবে আমরা যেমনভাবে বিশেষ অনুভব করি আমরা বাঙালি, শাক দেখেও যে উত্তেজনা, তা যেন একান্ত ভাবেই বাঙালির .
কত রকমের শাক - কচুর শাক, কলমি শাক হেলেঞ্চা ,লাউ শাক কুমড়োপাতা শাক, মূলো শাক পুঁই শাক পালং শাক সর্ষে শাক সজনে শাক, পাট পাতা শাক ... আরো যে কত আছে. তারপর সেই প্রবাদেও শাকের উপস্থিতি .. 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' , সহজ সরল জীবন বোঝাতে বলা হয় ঠাকুরের কৃপায় দুটি শাক ভাত আমার জুটে যায়, কারো কাছে হাত পাততে হয় না '.. ইত্যাদি . তারপর দ্যাখো বাঙালিদের যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে খাবারের তালিকায়, পূজাতে ঠাকুরের ভোগে শাক ভাজা থাকতেই হবে,মা দূর্গা কে দশমীর ভোগে পান্তাভাত, শাক ভাজা দেওয়ার বিধি.

আর চুপি চুপি বলি ছোটবেলায় মা খাবারের থালায় শাক দিয়ে তার গুনাগুন বর্ণনা করে খাওয়ার জন্য অনেক উৎসাহ দিতেন, খুব মন নিয়ে শুনতাম , তারপরে এদিক ওদিক তাকিয়ে, সেই শাক জলের গ্লাস বা থালার নিচে লুকিয়ে ফেলতাম. তারপরে বড় হওয়ার সাথে সাথে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে, বাড়ির রান্না শাকের মর্ম বুঝতে পারলাম আর এখন শাক খেতে যে কি ভালো লাগে- বিরিয়ানি, মাংস, মাছের কাটলেট এর চাইতেও!

রান্নাঘরে অনেক রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ আছে. শাক নিয়ে সেরকমই একটা পরীক্ষার রেজাল্ট তোমাদের সাথে শেয়ার করছি. খুব সাধারন একটা রান্না কিন্তু খুব আপন আর ঘরোয়া.আশা করি তোমরাও বানাবে আর খুশি হবে.

আজ এই রেসিপির নাম দিলাম "নানান রকম শাক"

পদ্ধতি:

এখানে যা পাওয়া যায় যেমন পালং, সর্ষে , শালগম এর পাতা সব ভালো করে ধুয়ে নিও,একটু কুচি করে কেটে রাখো. কড়াই বা প্যান এ সর্ষের তেল বা অলিভ অয়েল বা ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে একটু হিং পাঁচ ফোড়ন আর শুকনো লঙ্কা দিয়ো , দু কোয়া রসুন একটু থেঁতো করে দিয়ো, অল্প আঁচে দু মিনিট রেখে একটু ভাজা গন্ধ বের হলে সব শাক দিয়ে দেবে.

দু একবার ভালো করে নেড়ে,পরিমাণ মতো নুন দেবে , তারপরে একদম মিডিয়াম বা লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে রান্না করবে, মিনিট দশ পরে ঢাকনা উঠিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিয়ো.

যখন দেখবে শাক সেদ্ধ হয়ে গেছে , একটু যে কোনও বাদামের গুড়ো বা সাদা তিলের গুড়ো বা পোস্ত গুড়ো দু এক চামচ তাতে মিশিয়ে দিও .আরেকটু নেড়ে নিলে জল শুকিয়ে যাবে কিন্তু শাক শুকিয়ে যাবে না, এমন অবস্থায় রান্না শেষ.

গরম ভাতে ভালো লাগে খুব, এমনি খেতেও ভালোই লাগে , অনেক বাচ্চারাও কিন্তু খুব শাক খেতে ভালোবাসে.

উপকরন :

Mustard গ্রীন: 1 bunch ,
Spinach : 2 bunch or a large box of baby spinach, Turnip greens or other greens 1 bunch মুলো পাতা, বীটের পাতা এসবও ব্যবহার করতে পারো
শুকনো লঙ্কা -1 or 2 ,
2 কোয়া রসুন (optional) - কোরা বা থেঁতো
পাঁচফোড়ন (5 spices) 1 spoon,
রান্নার জন্য তেল- 2-3 spoon,
যে কোনও বাদামের গুড়ো বা সাদা তিলের গুড়ো বা পোস্ত গুড়ো -1-2 tsp

শাক কোথায় পাবে:

Mustard গ্রীন , turnip (শালগম) গ্রীন সবসময়ে Walmart, Publix, Fresh Market বা Whole Foods এ পাওয়া যায় আর পালং শাক তো সব grocery store এ পাবে.

Tips

1. মাস্টার্ড গ্রীন বা সর্ষের শাক বেশ শক্ত থাকে তাই সেদ্ধ হতে সময় লাগে . মাস্টার্ড গ্রীন ভালোভাবে fine chop করবে আর একটু নুন মিশিয়ে রেখে দেবে সবার আগে কড়াই তে দেবে , তার ৫ মিনিট পরে অন্য শাক গুলো দেবে .
2. বাড়িতে সাদা তিল হালকা ভেজে গুড়ো করে রেখে দিতে পারো, পোস্তর বদলে বাবহার করতে পারো যে কোনও রান্নায়, এতে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও আছে

ঝুনু চ্যাটার্জী

Childhood Puja Memories

As a Bengali kid growing up in Richmond, Virginia in the nineties, my favorite day each year was the Friday evening before *Durga Puja*. In the spirit of *parar pujas* abroad, we all pitched in to transform the Bon Air Community Center for our weekend *utsav*. While the uncles set up the *pandal* and stage, the aunties bustled about the kitchen. We girls strung together vibrant marigold heads to adorn the five framed images of *Ma* and her children (in those days, our Bengali association had yet to acquire a *protima*). At some point, a pizza delivery would arrive, and we dug in gleefully. The excitement of anticipating *puja* truly peaked that day.

The following morning, we carefully dressed in our finest, and en route to the venue, we stopped at the grocery store to pick up fresh fruit for the *puja*. At the community center, we girls were tasked with grinding *chandan* paste and gathering *durva* from the lawn outside. As folks trickled in and the *puja* began, we children alternated between spurts of fidgeting on the straw mats by our mothers and frolicking outside to climb the nearby tree. To us impatient kids, the *puja* felt interminable.

When it was finally time for *anjali*, we joined the crowd in clasping flower petals and mouthing the *mantras* so nobody would hear us mispronounce them. Then we girls and some *mashis* formed an assembly line and set to work distributing *prasad* to the queue of devotees. As we placed fruits, nuts, *mishti*, and *bhog* into each Styrofoam bowl, I always snuck a tasty *naru* or two into my mouth! After *prasad* and a long-awaited lunch, we returned home to change into our costumes for the cultural program.

In the early evening, as we parked outside the community center, we could hear the rhythm of the *dhaak* pulsing through the speakers and stirring our souls. We stood by as spectators until we could no longer resist joining the lively *dhunuchi naach*. Then we relished mouth-watering snacks like *pakoda* and chicken *tikka* until the cultural program began. *Rabindra sangeet and nritya, natak,* and *abriti,* our parents ensured that we tried them all over the years. One year we young girls donned saris and danced to "*Anondo loke,"* and another time my sister and I held hands as we nervously sang "*Momo chitte niti nritye"*. I also remember my sister reciting "*Goph Churi"* by Sukumar Ray in her sweet childish voice.

After the show, everyone enjoyed a sumptuous dinner featuring succulent *pathar mangsho*. More fun ensued as the speakers blasted popular Hindi songs. The adults engaged in boisterous *adda,* while we kids played hide-and-seek and tag until we were exhausted. On the drive home after such a long and exciting day, my sister and I inevitably dozed off.

It has been over two decades since my last childhood *Durga Puja*. While I have returned to Richmond for *puja* a few times as an adult and attended *pujas* in other American cities over the years, it has never been quite the same. Whether you grew up *pandal* hopping in Kolkata or attending American weekend *puja*s like me, I am sure we can all agree that *chhotobelar pujor anondor shonge shotti tulona hoy na*. All we can do is cherish those fond memories and try to recreate them for our children. I want every Bengali kid to experience the same joy that I felt each year on the eve of *Durga Puja*.

Suravi Sircar Changlani

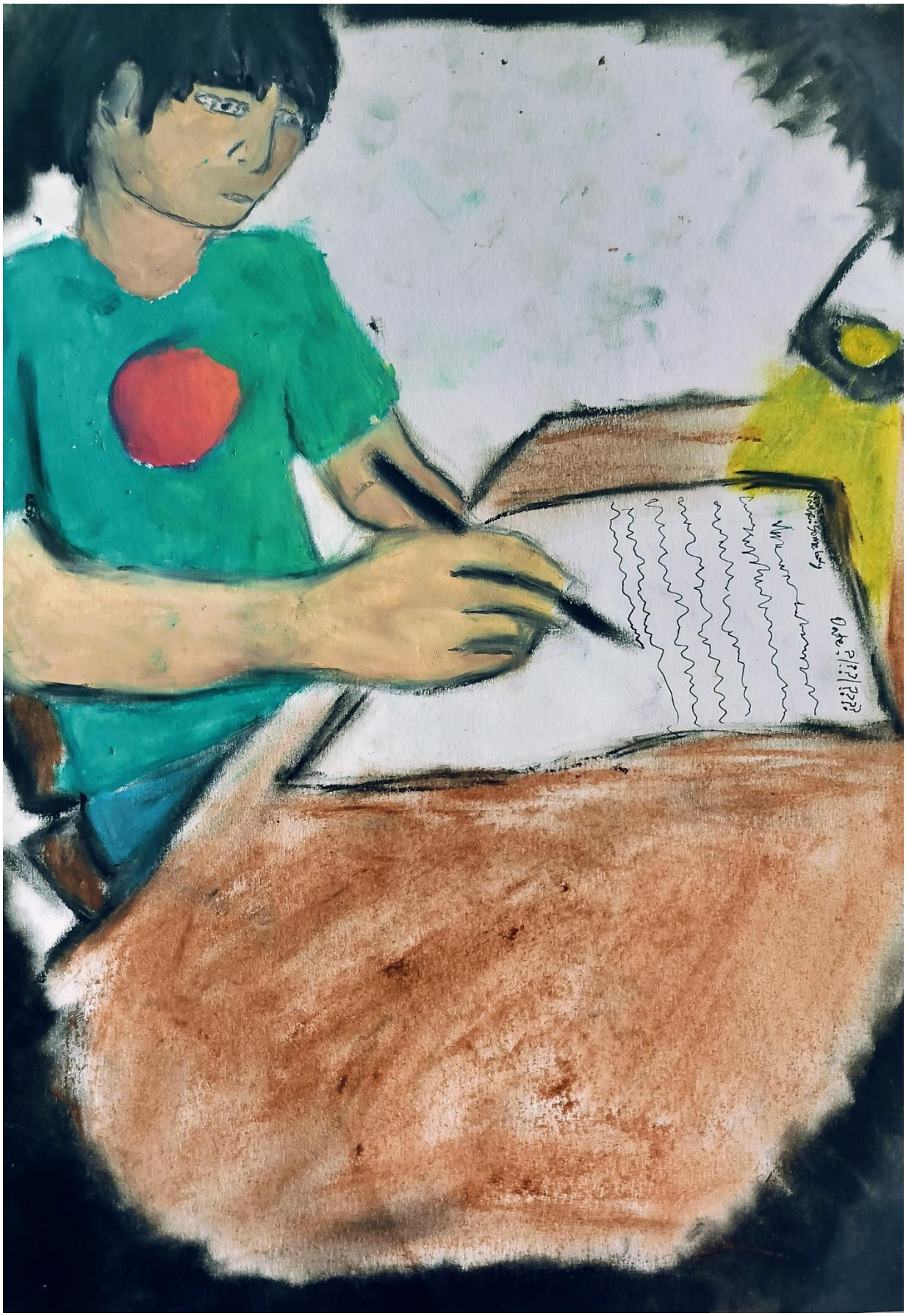

Arghya Chakraborty